নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(১১)

একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন ঠাকুরের কাছে এসেছেন। কেশবকে চোপা-চাপকান পরে দেখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন—"হ্যাঁ গো কেশব, তোমার চোপা চাপকানে যেমন পয়সাকড়ি বা সোনার মোহর বাঁধা থাকে, আমার মায়ের চালচিত্রেও তেমনি অনেক ঐশ্বর্য্য বাঁধা থাকে; মায়ের পেছনের চালচিত্তির দেখলেই তোমার চলাফেরারও চিত্র আঁকা আছে দেখতে পাবে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত দেবতা ঐ চালচিত্রেই যদি বাঁধা থাকে তবে বিশ্বদেবতাকে কি ছোট করে মানুষের কাছে ধরা উচিৎ?

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

মায়ের আশে পাশে অনন্ত বিশ্বের দেবতা যে ঘুরে বেড়ায় আর তারই দেওয়া কর্ম করে তারই ছবি দেওয়া হয়েছে; সূর্য্যকে তত ছোট করে দেখ বলেই কি ছোট? সমস্ত পৃথিবীর ছবি যদি তোমরা একটা মানচিত্রে দেখাতে পার, তবে চালচিত্রের কথা তোল কেন বাপু? তুমি একখানা চাপকান পরে এসেছ বলে, তোমার কি ঐ একখানাই আছে? যাদের দৃষ্টি খুলে যায় তারা ঐ ছিটেফোঁটা চালচিত্র দেখেই মায়ের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের খবর নিতে পারে।"

শ্রীকেশব সেন মহাশয় বললেন—"সবই যদি সেই বিশ্বজননীর, তবে আমাদের কর্মও তো সেই বিশ্বজননীর, সুতরাং আপনার মত সাধনার কী দরকার?"

—"বাজারে সব রকম কাপড় চোপড়ই পাওয়া যায়, তোমার তবে ঐ উর্দ্দী পরার কী দরকার? কাজ আর সময় বিশেষে যেমন পোষাক পরতে হয়, সব মানুষকেই আবার এ পোষাকও পরতে হয়; মা যখন যাকে যে পোষাক দেয় তাকে যে সে পোষাক পরতেই হবে! জলে নেবে কি, জল ছোঁবনা বললে চলে বাপু? আমিও একদিন মথুরের কাছে শাল দোশালা এমন কি হীরে-জহরতের গহনা ধার করেও মায়ের পুজো করেছি, সে দিয়ে পুজো যেই হয়ে গেল, অমনি সে সব ফেলে দিতে হল। ভোগ দিয়েই ভোগ কাটে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

—''শুনেছি আপনি তো কোনদিন লেখাপড়ার ধার ধারেননি, কিন্তু এত জ্ঞানের কথা কোথা থেকে পান?''

—''সবই মায়ের কাছে ধার করা, তার ধারে গেলে অতি ভোঁতা অস্ত্রও ধারাল হয়ে যায়। পরশ-পাথর ছুঁলেই যে মরচে-পড়া লোহাও সোনা হয়ে যায়, এ কথা কি তোমার জানা নেই? ধারাপাত হলেই সব অঙ্ক সহজ হয়ে যায় আঁখিধারা পড়ার নামই ধারাপাত।''

—''আপনার মত অমন নূতন ধারাপাত কে পড়তে যাবে বলুন? সূর্য্য চিনবার দরকার কি? তার আলো পেলেই হল, অযথা খই ভাজা হয়ে লাভ কি?''

—''যার খই সে যদি গরম খোলায় ফেলে দেয়, তবে আর ধানের কি শক্তি থাকতে পারে?'' এরমধ্যে সেখানে হঠাৎ নরেনের প্রবেশ ঘটল তাকে দেখে ঠাকুর বললেন—''ঐ দেখ, আমাদের কথার মাঝে যদি নরেনও এসে পড়ে, তবে নরেনের আর দোষ কোথা? খই ভাজার পর যদি সেই খোলাতেই ঘি ফেলে পানতুয়া ভাজতে হয়, তবে তাতে কার কী এসে যায়? একই খোলা, একই খোল কেবল হাতের গুণে বাদ্যি বাজে। মায়ের খোল যখন কানে বাজে তখনই মানুষ বলে ওঠে, ওরে বাঁধন খোল, বাঁধন খোল।''

বিবেকানন্দ হাসিমুখে বলে উঠল, ''আমার কিন্তু খোলাখুলি কথা, আপনার বিশ্বজননী, বিশ্বের জন্য নয়, তিনি কেবল আপনার জন্য — আমাদের কাছে আমের খোলা, কেবল পা পিছলে দেয়, আর আপনার কাছে তা খোল বাজিয়ে যায়। আপনার কথাবার্ত্তা বুঝি না, কেবল অবাক হয়ে শুনে যাই মাত্র।''

—''শুধু আমার কথা শুনে যারা অবাক হয়, তারা তো মায়ের কথা শুনলে আরও অবাক হবে! আমার কথা যারা বিশ্বাস করে তারা নিশ্চয়ই ভগবান-বিশ্বাসী, বামুন না হলে কি বাপু, বামুনপাড়ায় থাকা যায়?''

কেশব সেন প্রশ্ন করলেন — ''অনেক ছেলেই একই ক্লাসে পড়ে, তবু কেউ মাষ্টারের কথা বোঝে কেউবা বোঝে না, গঙ্গাজলে নেমে কেউবা ভগবানের নাম করছে আবার কেউবা সংসারের গল্পগুজব করছে, হাসি-টিটকিরির হুল্লোড় তুলছে; এতে কি দুজনেই সমান ফল পাচ্ছে?''

—''দুজনেরই সমান ফল। গল্প করতে করতে খেলেও পেট ভরে আবার প্রত্যেক খাবারের বিষয় চিন্তা করতে করতে প্রতি তরকারীর স্বাদ নিতে নিতে যে খাচ্ছে, তারও পেট ভরছে। একই গঙ্গাজল নানান্ দেশ হয়ে ঘুরে সেই সাগরেই মিশছে। সব ছেলেই মায়ের ছেলে, কেউবা মায়ের কোলে শুয়ে মা-মা করছে, কেউবা মায়ের কোল ছেড়ে নানান্ খেলায় মত্ত হয়ে পড়ছে; যখন আবার খিদে পাচ্ছে, তখনই আবার সে মায়ের কাছে ফিরে আসছে। খেলার মোহে ক্ষণিকের জন্য, ছেলেরা মা বাপ ঘরবাড়ী যেমন ভুলে যায়, মায়ার মোহে বিশ্ব নরনারীও তেমনি সংসার-জ্বালায় হাবুডুবু খেতে খেতে বিশ্বজননীর কথা ভুলে যায়। মায়ের ডাক পড়লেই আবার তারা মায়ের কোলেই ফিরে আসে। ছেলেদের সোনার পুতুলও পড়ে থাকে।

সে দিন একজন ভক্ত এসে, আমায় কালীঘাটে এক চাটুজ্যের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। তার মা গঙ্গাঘাট থেকে একটি সোনার পৈতেপরা শালগ্রাম-শিলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটিকে সে বুড়ি দৈনিক ভক্তিভরে পুজো করত। তার ফলে এখন তার ছেলেপুলেও অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ নুড়ি দেবতাটিকে ভুলে গেছে। ফলে সংসারে আবার নানান্ অশান্তি এসে পড়তেই মা-ই আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। আমি বুড়িকে ডেকে বললুম, ''তুমি বাপু আজকাল তোমার কুড়ান মাণিক - নুড়ি দেবতার পুজো করনা; ঘরের ঠাকুরকে খবর না দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে আমার কাছে খবর পাঠাও কেন? তোমার ছেলেকে বোলো — ও ঠাকুরটি পূর্বজন্মে ওরই ছিল, টাকার লোভে ওটি আরেক জনকে বিক্রী করেছিল, এ জন্মে তাই আবার ওরই কাছে ফিরে এসেছে। ও ঠাকুরের অযত্ন করলে এ সংসারের সুখ শান্তি ফিরে আসবে না। মায়ের ছেলে মায়ের কাছেই ফিরে যেতে হয়; নইলে সংসার-খেলায় আনন্দ পাবে না, কোন কিছুই ভাল লাগবে না।''

বুড়ির ছেলেপুলেরা মন দিয়ে আমার কথা অনুসারে আবার সেই নুড়ি দেবতার পুজো আরম্ভ করল। কাল শুনলুম তাদের সংসার আবার সোনার সংসার হয়ে গেছে। বারমাসে তের পার্বণ লেগেই আছে — তাই বলছি, বুড়ি দেবতাও ঝুড়ি ঝুড়ি ফল দেয় — তার সাক্ষী ঐ দেখ, এক ঝুড়ি ফল মাথায় করে এই দিকেই একজন বুড়ো আসছে; আমার মনে হয়, সেই নুড়ি দেবতাই পাঠিয়েছে — রাজমন্দিরে আমরা বাস করি আমাদের আবার ফলের দরকার কি বলত? মায়ের লীলা বোঝে কে?''

সত্যি সত্যিই, একজন বৃদ্ধ যখন একঝুড়ি ফল, রামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছে রেখে বলল — ''কালী-ঘাটের চাটুজ্যেরা পাঠিয়েছে — তখন কেশব সেনও রামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছে ঢক্ করে একটি প্রণাম করে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেলেন। *.....ক্রমশঃ*